আলমডাঙ্গায় ট্রাক থেকে পড়ে আহত যুবকের মৃত্যু

ধান বোঝাই ট্রাক থেকে পড়ে আহত যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহত সেলিম হোসেন (২৫) আইলহাঁস ইউনিয়নের কুটি-পাইকপাড়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের সেলিম ইসলাম একই গ্রামের মান্নান মালিথার আড়তে লেবারের কাজ করতেন। গত শুক্রবার সাড়ে ৪ টার দিকে ওই আড়তের ট্রাকে ধান বোঝাই করছিলো। এসময় মাথা ঘুরে ট্রাকের উপর থেকে পাঁকা রাস্তায় পড়লে, সে গুরুত্বর আহত হয়।

তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সোমবার দুপুরে মৃত্যু বরণ করেন। এঘটনায় নিহত যুবকের পিতা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা ভ্রাম্যমাণ আদালত ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল বিক্রয়সহ বিভিন্ন অপরাধে ওই ৪টি প্রতিষ্ঠানে গতকাল সোমবার বিকেলে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে বিকেলে পৌর শহরের চার তালার মোড়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখা, পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না

করা, মূল্যতালিকা না টাঙানোর অপরাধে মুদিব্যবসায়ী সাইদুর রহমানকে ১হাজার টাকা, বিজেস কুমার রামেকাকে ১ হাজার টাকা, আব্দুল লতিফকে ১ হাজার টাকা, অমিত ভৌতিকাকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালতের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই দেবাষিশসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

আলমডাঙ্গার সমাজসেবা কর্মকর্তাকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইনকে মারপিটের ঘটনায় একই দপ্তরের কর্মরত উচ্চমান সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে আসামীকে করে মামলা দায়ের করেছেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা থানায় এ মামলা দায়ের করেন সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন। এর আগে উপজেলার সকল কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সকাল ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কক্ষে জরুরী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মামলার বিষয়ে নিশ্চিত করেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

জানাগেছে, গত রবিবার দুপুর সাড়ে ৩ টার দিকে উচ্চ সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায় সংশোধন করতে বলায় মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন।

এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে নাজমুল হুসাইন শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তিনি বাড়িতে ফিরে যান। ঘটনার পরপরই

জেলা সমাজ সেবা অধিদফতরের (ডিজি) ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সমাজ সেবা অফিস পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তারা হাসপাতালে দেখতে যান নাজমুল হুসাইনকে। ঘটনার পরের দিন গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইনকে মারপিটের ঘটনায় উপজেলার সকল কর্মকর্তারা জরুরী মিটিয়ের আয়োজন করেন। সকল কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমে নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে সকাল সাড়ে ১১ টায় আনিসুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, সোমবার সকালে সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। আইননুসারে আসামী গ্রেপ্তারে চেস্টা চালানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় নৌকা মঞ্চ কমিটির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নৌকা মঞ্চ কমিটির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের ত্যাগী ও বঞ্চিত নেতাকর্মিদের ব্যানারে গঠিত এ কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মত বিনিময় সভায় বক্তাগণ বলেন, আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি, প্রত্যেকে বিগত সরকারের আমলে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছি। লড়াই সংগ্রাম করেছি। দলের জন্য মামলা হামলার শিকার হয়েছি। আজকে দল যখন ক্ষমতায়, তখনও আমরা আজ নির্যাতনের শিকার।একজনকেও কোন কমিটিতে রাখা হয়নি। আমাদের অপরাধ আমরা নৌকার লোক।সব সময় নৌকার পক্ষে কাজ করেছি।

গত উপজেলা নির্বাচনে আমরা দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর নৌকা প্রতিকে ভোট করেছিলাম। সেই সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির নির্দেশে তাদের তৈরী পকেট কমিটির লোকজন বলেছিল এ নৌকা

কাগজের নৌকা। তারা নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছিল। আমরা সভানেত্রীর দেয়া নৌকার প্রতিকের প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছিলাম। এটাই আমাদের অপরাধ। সে কারণে আমরা আজ নির্যাতিত। নিপীড়িত।

বক্তাগণ আরও বলেন, আমরা আগামী সংসদ নির্বাচনে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে নৌকার নমিনেশন দেবার জন্য সভানেত্রীর কাছে আবেদন জানাবো। প্রয়োজন আমরা নেত্রীর সাথে দেখা করে বিষয়টি বলবো।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নৌকামঞ্চ কমিটির সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাওসার আহমেদ বাবলু ।

নৌকামঞ্চ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নৌকা মঞ্চ কমিটির সহসভাপতি ও পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের, নৌকা মঞ্চের প্রধান উপদেষ্টা, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডল, কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য সাখাওয়াত হোসেন টাইগার, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি ও মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কালিদাসপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দিন পারভেজ, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারন সম্পাদক ও নাগদাহ ইউনিয়নরে সাবেক সাধারন সম্পাদক খন্দকার বজলুর রহমান, বেলগাছী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোনায়েম হোসেন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আবু তালেব, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাাধারন সম্পাদক এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেন, জেহালা ইউনিয়নের সাবেক সাধারন সম্পাদক ফজলুল হক, কুমারী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য হাসিবুল ইসলাম, কুমারী ইউনিয়নের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক বুলু মিয়া, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সদস্য (অবসেনা সদস্য) রুহুল আমীন, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মজিদ, যুবলীগ নেতা রাসেল পারভেজ রাজু, এছাড়াও আওয়ামীলীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ ৭১ সদস্য বিশিষ্ট নৌকা

মঞ্চ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় হিসাবরক্ষকের হাতে লাঞ্চিত উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিত করেছে একই প্রতিষ্ঠানের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান। দাপ্তরিক ভুল কম্পোজ সংশোধন করতে বলায়, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তার উপর আক্রমণ করেন।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অফিস পরিদর্শন করেন। এঘটনায় দফায়-দফায় মিমাংসের চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে উপজেলা সমাজ সেবা অফিস কক্ষে ঘটেছে। ভুক্তভোগী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করবে জেলা কর্মকর্তা। তবে, আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

সমাজ সেবা অফিস সূত্রে জানাযায়, রবিবার দুপুরে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায় সংশোধন করতে বলায় অফিসের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন। এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে নাজমুল হুসাইন শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন বলেন, ডিজি

বরাবর চিঠিতে একাধিক ভুল করলে সংশোধন করতে বলা হয়। সে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কিলঘুষি মারতে থাকে। তিনি আরো বলেন, আমার উপর সে আক্রমণ করলেও কেউ ঠেকাতে আসেনি।

অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। যা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝি। আপস-মিমাংস হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস বলেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারকে লাঞ্চিতের বিষয়টি শুনেছি। তাকে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। উচ্চমান সহকারীর বিরুদ্ধে ওই দপ্তর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার পৌরসভাধীন সাদাব্রিজ এলাকা থেকে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার বিকেল ৫ টার দিকে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত নুর আলীর ছেলে রমজান আলী (৪৫)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আজ রবিবার বিকেল ৫ টায় পৌরসভাধীন সাদাব্রিজ প্রাঙ্গণে মাদক দ্রব্য গাঁজা বিক্রয়ের সংবাদে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় শ্রীরামপুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী রমজান আলীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার শরীর তল্লাশী করে ২শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। আটক রমজানের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় চোরাই মোবাইল চক্রের ১০ সদস্য আটক; ৭ মোবাইল উদ্ধার

ছিনতাই ও চোরাই মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় চক্রের ১০ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের ৭টি চোরাই মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শনিবার রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ তাদের আটক করে। তারা সকলেই মাদক বিক্রেতা ও সেবন কারী। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলাও চলমান রয়েছে জানান থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ।

আটকরা হলেন- মূল হোতা আশিকুজ্জামান রুপক (২৭), সাহিল রহমান ডন (২৪), শ্রী শুবেন্দ্র কুমার সাহা (২৮), মঞ্জুরুল ইসলাম (৩৮), আজাহারুল ইসলাম আকাশ (২৪), শ্রী শুভ সাহা (৩০), শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস (২০), শ্রী বিশ্বজিত অধিকারী (২২), নাহিদ হাসান (২০), আব্দুল্লাহ (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পৌরসভাধীন হাউসপুর ব্রিজ সংলগ্নে চোরাই ও ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন সেট ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে থানা পুলিশ। ওই অভিযানে ছিনতাই ও চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় চক্রের মূল হোতা রুপককে আটক করা হয়। এ সময় চোরাই মোবাইল ক্রেতা শ্রী বিশ্বজিত অধিকারী ও নাহিদকেও আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের আইএমই পরিবর্তন ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। পুলিশের জিজ্ঞাবাদে আরো ৬ সদস্যের নাম প্রকাশ করে ছিনতাই ও চোর চক্রের সদস্যরা। তাদের স্বীকারোক্তিতে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার সাহিল রহমান ডন, শ্রী শুবেন্দ্র কুমার, শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস, আজাহারুল ইসলাম আকাশ, শ্রী শুবেন্দ্র কুমার সাহা, নাহিদ হাসান ও এরশাদপুর গ্রামের মঞ্জুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের নিকট থেকে আরো ৫ টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, শনিবার রাত-ভোর বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযানে ১০ জনকে আটক

করা হয়েছে। এ সময় ৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা অনেক দিন ধরে চোরাই ও ছিনতায়ের সাথে সরাসরি জড়িত। গোপনে এসব মোবাইল সেটগুলো আইএমই পরিবর্তন করে ক্রয়-বিক্রয় করে আসছে।

আলমডাঙ্গায় মহিলা অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো বাল্যবিবাহ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপে নবম শ্রেণি ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে এ বিয়ের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে বাড়াদী ইউনিয়নে নবম শ্রেণিতে পড়া এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন চলছে এমন খবর পান তাঁরা। খবর পেয়ে অধিদপ্তরের জেন্ডার প্রমোটর সানজিদা আক্তারের নেতৃত্বে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আবৃত্তি শিক্ষক রাজিব কুমার বেদকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। তাঁরা সেখানে গিয়ে বাল্যবিবাহ আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত হন।

মাকসুরা জান্নাত বলেন, তিনি বিষয়টি থানা-পুলিশকে জানালে স্থানীয় মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ সদস্যরা যাওয়ার পর জেন্ডার প্রমোটর সানজিদা আক্তার কনের জন্মসনদ দেখে নিশ্চিত হন তার বয়স ১৫। তিনি বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে রবিবার সকালে কনেসহ কনের মাবাবাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে হাজির হতে বলেন এবং মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না মর্মে মুচলেকা নেন।

আলমডাঙ্গার জেহালায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ছাতা বিতরণ

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের জনগনের মাঝে ১ হাজার ছাতা বিতরন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এর সাধারন সম্পাদক ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তারাদেবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দিলীপ কুমার আগারওয়ালা।

এ সময় দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর বিস্ময়কর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গাকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হতে চাই। আমি গত ১০ বছর ধরে এ জেলার মানুষের কল্যাণে ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছি। সেই ধারাবাহিকতায় আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ছাতা বিতরণ করছি। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জননেত্রীর এই উপহার বিতরণ করা হবে।’

এবারের বর্ষায় জনসাধারণের মাঝে স্বস্তির জন্য শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ছাতা উপহার প্রদান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক লীগের সাংগঠনিক ইলা, আবুল কালাম আজাদ সাঃ সম্পাদক উপজেলা আলমডাঙ্গা কুতুবউদ্দিন কৃষক লীগ সভাপতি আম্মদ আলী, সাঃ সম্পাদক আরিফ হোসেন নয়ন, সহ সভাপতি সেচ্ছাসেবক লীগ রিয়াজ উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক অনূর্ধ্ব ১৭) খেলা উদ্বোধন করা হয়েছে ।

আজ সোমবার পাইলট সরকারি হাইস্কুলের বিটিম মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ, পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায় কর্মকর্তা এনামুল হক, রিসোর্স ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল। উদ্বোধনী খেলায় দু’দলের খেলোয়াড়দের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস জার্সি উপহার দেন।

খেলা পরিচালনা করেন আবুল হাসান, জুয়েল রানা, রনি আহমেদ, মহসিন কামাল । উদ্বোধনী খেলায় ডাউকি ইউনিয়নকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে বাড়াদি ইউনিয়ন জয়লাভ করে। অপর খেলায় কুমারী ইউনিয়নকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে গাংনী ইউনিয়ন জয়লাভ করে।

উদ্বোধনী খেলায় আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। ধারাভাষ্যকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফিজুর রহমান ও মীর রোকনউজ্জামান।